তৈরি পোশাক খাতে ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও সহজীকরণ বিষয়ক নীতি নির্দেশনা-২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

ভূমিকা:

দেশের অর্থনীতি তথা সামগ্রিক আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গুরুত্বপূর্ণ এই শিল্প আজ নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি পোশাক খাতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমুহ চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণে ব্যবস্থা গ্রহণ অতীব প্রয়োজন। সে প্রেক্ষাপটে এই খাতের ব্যবসায় সহজীকরণ প্রয়োজন। ব্যবসায় সহজীকরণ সম্ভব হলে তৈরি পোশাক রপ্তানির লিড টাইম হ্রাস পাবে তথা ব্যবসা সম্প্রসারিত হবে। এই খাতের সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশ নিশ্চিত হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

শিরোনাম:

১.০ এই নীতি নির্দেশনা তৈরি পোশাক খাতে ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও সহজীকরণ বিষয়ক নীতি নির্দেশনা-২০২০ নামে অভিহিত হবে।

১.১ লক্ষ্য:

এই নীতি নির্দেশনার লক্ষ্য হলো তৈরি পোশাক খাতের বিদ্যমান সমস্যাবলী দূর করে এ খাতের সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।

১.২ উদ্দেশ্যসমূহ

১. তৈরি পোশাক খাতের কাঁচামাল বিকল্প উৎস হতে সংগ্রহে কৌশল গ্রহণ ও প্রাপ্তি সহজীকরণ;

২. নীতি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ;

৩. তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান অর্থ ব্যবস্থাপনা ও শুল্কনীতির সমন্বয়সাধন;

৪. রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য নির্বিঘ্নকরণ ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়করণ;

৫. এ খাতে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের কার্যকর সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ;

৬. সকল অংশীজনের অংশীদারিত্ব ও কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এ খাতের সুষ্ঠু ও টেকসই বিকাশের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।

১.৩ প্রয়োগ ও পরিধি

এটি তৈরি পোশাক খাতের ব্যবসা ও রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ নীতি নির্দেশনা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় প্রযোজ্য হবে না।

২.০ সংজ্ঞা:

২.১ রপ্তানি' বলতে The Imports and Exports (Control) Act, 1950 এর ২ ধারার উপ-ধারা সি-তে বর্ণিত সংজ্ঞাকে বুঝাবে।

২.২ 'রপ্তানিকারক' বলতে The Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর অনুচ্ছেদ ২ এর উপ-অনুচ্ছেদ এফ-তে বর্ণিত সংজ্ঞাকে বুঝাবে।

২.৩ 'প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক' বলতে ভ্যাট আইন ২০১২ এ বর্ণিত প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকদের বুঝাবে।

২.৪ 'সংগঠন' বলতে তৈরী পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) ও এই খাতের অন্যান্য সরকার অনুমোদিত বাণিজ্যিক সংগঠনসমূহকে বুঝাবে।

২.৫ 'কমপ্লায়েন্স' বলতে দেশের প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের কল্যাণ, শ্রম অধিকার এবং কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বুঝাবে।

৩.০ তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও সহজীকরণ সম্পর্কিত বিধানাবলী:

৩.১ পণ্য আমদানি ও রপ্তানির সাথে সম্পর্কিত সকল অনুমোদন এবং কারখানা স্থাপন সংক্রান্ত সকল সনদ গ্রহণের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি গ্রহণের জটিলতা ক্ষেত্রবিশেষে দ্বৈততা পরিহার করতে হবে।

৩.২ তৈরি পোশাক রপ্তানির সুবিধাদি বিষয়ে চলমান রপ্তানি নীতিতে বর্ণিত বিষয়াদি বাস্তবায়নের উদ্যাগ গ্রহণ করা হবে।

৩.৩ এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী ব্যবস্থায় তৈরি পোশাক খাত যাতে বিশ্ব বাজারে শুল্কমুক্ত/কম শুল্কে বাণিজ্য সুবিধা পায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা, নেগোশিয়েশন, সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.৪ তৈরি পোশাক খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় উদ্যাগ গ্রহণ করা হবে। আর্টিফিয়াল ও ম্যানমেইড ফাইবার উৎপাদনে ওভেনখাতের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৩.৫ বিভিন্ন সেবাদানকারী সংস্থা কর্তৃক Trade facilitation এবং Ease of Doing Business এর আলোকে যে সকল সংশোধনী গ্রহণ করেছে তা যেন বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

৩.৬ বিশ্ব বাজারের চলমান ট্রেন্ড-এর সাথ তাল মিলিয়ে রপ্তানি অব্যাহত রাখা এবং গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে অংশ বৃদ্ধি করতে তৈরি পোশাক খাতের অধিক মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.৭ প্রচলিত ও অপ্রচলিত বাজার অনুসন্ধান করা। বাজারসমসমূহের চ্যালেঞ্জ খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.৮ রাশিয়া ও সিআইএস দেশসমূহে বাণিজ্যিক লেন-দেনে কার্যকরী উপায় বের করা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ/নেগোশিয়েশন অব্যাহত রাখা।

৩.৯ ফ্যাশন ডিজাইন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, মার্চেন্ডাইজিং ইত্যাদিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠদান শুরু করা। এ বিষয়ে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে এমওইউ করা।

৩.১০ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদিতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বিশেষ তহবিলের ব্যবস্থা করা।

৩.১১ তৈরি পোশাক খাতে দেশী বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.১২ তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি বিশ্ববাজারে অব্যাহত রাখতে দেশের শ্রম আইনসহ অন্যান্য আইন এবংআন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কমপ্লায়েন্স মানদন্ড প্রতিপালন নিশ্চিত করা হবে।

৩.১৩ তৈরি পোশাক খাতে স্বল্প মেয়াদি নীতি সহায়তা যেমন মুদ্রার প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় হার, শুল্ক/কর হ্রাসকরণ বা মওকুফের সুপারিশ প্রণয়ন, নগদ সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ক সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে।

৩.১৪ তৈরি পোশাক খাতে অধিক মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনে স্টাডি, গবেষণা ইত্যাদিতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

৩.১৫ এই নীতি নির্দেশনায় বর্ণিত বিধানাবলী বাস্তাবায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি)-কে আহবায়ক করে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে গঠিত বিদ্যমান 'তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও সহজীকরণ বিষয়ক টাস্কফোর্স'-এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত/সুপারিশ গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করা হবে।

৩.১৬ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি অনুবিভাগের 'নগদ সহায়তা বিষয়ক কমিটি' র সিদ্ধান্ত/সুপারিশের আলোকে মুদ্রার প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় হার, শুল্ক/কর হ্রাসকরণ বা মওকুফের সুপারিশ প্রণয়ন, নগদ সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ক সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে।

৩.১৭ কোভিড-১৯ সংক্রমন জনিত কারণে তৈরি পোশাক খাত যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার কর্তৃক গঠনকৃত তহবিল, বিদ্যমান প্রণোদনা অব্যাহত রাখা ও প্রয়োজনে যৌক্তিক পরিমাণে বৃদ্ধির সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে।

৩.১৭ যে সকল তৈরি পোশাক কারখানা বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME) ব্যবসা পরিচালনা করতে এবং অবসায়িত (exit) হতে পারছে না সে সকল কারখানার জন্য ব্যবসায় অবসায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হবে।

৪.০ সুপারিশ:

১.	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানি ডকুমেন্টস ওয়েবসাইটে আপলোড করা সংক্রান্ত টেকনিক্যাল সমস্যার সমাধান;
২.	বিশ্ববাজারে প্রতিযোগ সক্ষমতা অর্জনের জন্য পণ্য রপ্তানিতে Lead time কমিয়ে আনা;
৩.	LDC থেকে উত্তরণ পরবর্তীকালে EU বাজারে GSP+ সুবিধা প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ;
৪.	ব্যবসার জন্য বিভিন্ন পারমিট গ্রহণের ক্ষেত্রে কাগজপত্র গ্রহণসহ অন্যান্য কাজের প্রাতিষ্ঠানিক দ্বৈততা পরিহার;
৫.	বিভিন্ন সেবাদানকারী সংস্থা কর্তৃক Trade facilitation এবং Ease of Doing Business এর আলোকে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;
৬.	বিডা আইন ও বস্ত্র আইনে উল্লিখিত 'One Stop Service' কার্যকরীভাবে চালু করা এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন;
৭.	তৈরি পোশাক খাতের অধিক মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনে ব্যবস্থা গ্রহণ;
৮.	ওভেন খাতের শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ গঠনে প্রয়োজনীয় নীতিসহায়তা প্রণয়ন;
৯.	এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী ব্যবস্থায় তৈরি পোশাক খাতে বিশ্ব বাজারের শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা প্রাপ্তির উদ্যোগ গ্রহণ;
১০.	তৈরি পোশাক খাতে স্বল্প মেয়াদি নীতি সহায়তা বিষয়ক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রণয়ন।

(মোছাঃ শামীমা আকতার)
সহকারী প্রধান